‘এভাবে বিদায় নিতে হবে কখনোই ভাবিনি’

হামিদা আলী

হামিদা আলী একটি নাম। একটি প্রতিষ্ঠান। ভিকারুননিসাকে পরিণত রূপ দিয়ে তিনি বিদায় নিয়েছেন, নিতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ এভাবে বিদায় নেয়ার কথা ছিলো না তার মতো শিক্ষাবিদের। রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীনরা কাকে কতটা সম্মান দিতে হবে সেটা আজও শিখে উঠতে পারলো না ...

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুল আলম নাবিল**

সাপ্তাহিক ২০০০ : দীর্ঘদিন আপনি ভিকারুননিসার প্রধান হিসেবে সুনাম এবং সাফল্যের সঙ্গে ছিলেন কিন্তু আপনার বিদায়টা যে এভাবে হবে তা কি কখনো ভাবতে পেরেছিলেন?

হামিদা আলী : এভাবে বিদায়টা হবে কখনোই ভাবতে পারিনি, এটা সত্যি কথা। আমি জানতাম যে, ৬৫ বছর হলে আর চাকরি করা যায় না। কিন্তু একই অবস্থার প্রেক্ষিতে একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফয়জুর রহমান, জুবলী স্কুলের কামরুজ্জামান, অগ্রণীর রোকেয়া মান্নান এদের এক্সটেনশন করা হয়েছে। মূলত ওনাদের দেখেই আমাদের গভর্নিং বডি আমাকে এক্সটেনশন দিয়েছে। কারণ ছাত্রী এবং অভিভাকদের মধ্যে আমার ব্যাপক চাহিদা ছিলো। আর সে ক্ষেত্রে সরকার যে আমাকে এক্সটেশন দেবে না এটা ভাবতেও পারিনি। এটা খুবই দুঃখজনক। আমি সরকারের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি পাইনি কিন্তু আমি সাধারণ মানুষ-মিডিয়ার সমর্থন এবং আমার মেয়েদের ভালোবাসা পেয়েছি।

২০০০ : কিন্তু আমরা জানি যে, বিএনপির সঙ্গে আপনার ভালো যোগাযোগ ছিলো এবং তা মরহুম জিয়াউর রহমানের সময় থেকেই। সেক্ষেত্রে আপনার দল আপনার প্রতি এমন আচরণ করলো কেন?

হামিদা আলী : এই কারণটা আসলে এখনও আমার কাছে অজ্ঞাত। আমি তো শুরু থেকে বিএনপিরই ছিলাম। বরং আমার ভয় হতো যে হয়তো আওয়ামী লীগ আমাকে সরিয়ে দেবে। আপনারা জানেন যে, আওয়ামী লীগ পান্না কায়সারকে আমার জায়গায় দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সাহস করেনি। অথচ বিএনপি আমাকে ফেভার করেনি। শিক্ষামন্ত্রী সাহেব টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমি যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করি তাহলে তিনি আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন!

২০০০ : ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আপনার কি কোনো আপত্তি ছিলো?

হামিদা আলী : আমি কখনোই বলিনি যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবো না। একটা বেসরকারি স্কুলে গভর্নিং বডিই অল ইন অল। আমার গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান বিএনপি'র এমপি মেজর মান্নানই আমাকে বলেছেন যে, আমি নিজে না বলা পর্যন্ত আপনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না। তিনি আমাকে সময় দিয়েছেন। চিঠিটা পেয়েছি আমি ১৩ তারিখ সন্ধ্যায়। ১৪ এবং ১৫ মাঝে দুটো দিন কেবল সময় নিয়েছে। তাছাড়া আমি যদি সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্ব হস্তান্তর করতাম তখন আন্দোলনে আরো বিশৃঙ্খল একটা পরিবেশের সৃষ্টি হতো।

২০০০ : আপনার সম্পর্কে বলা হয় যে, আপনি যখন যে সরকার এসেছে তার হয়ে কাজ করেছেন।

হামিদা আলী : একটা প্রতিষ্ঠান যদি তার উন্নতি করতে চায় তবে তাকে সহযোগিতা পাবার জন্য অবশ্যই সরকারের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। আমি আমার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কাজ করেছি। কোনো ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বিষয় এখানে নেই।

২০০০ : আপনার কাজে তো প্রচুর ভর্তির তদবির আসতো। চাপও সৃষ্টি হত।

আপনি সেগুলো কিভাবে ডিল করতেন?

হামিদা আলী : একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের চাপ থাকা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমি সবসময় তা এভয়েড করার চেষ্টা করেছি। সম্ভব হলে এডজাস্ট করেছি। তবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ, গুড উইল সবসময় বড় করে দেখেছি।

২০০০ : তদবির প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত কোন বিষয় এ ঘটনার পেছনে কাজ করেছে বলে মনে হয়?

হামিদা আলী : হয়তো হতে পারে, তবে আমার তা মনে হয় না। কারণ জ্ঞানত কারো সঙ্গেই আমি খারাপ ব্যবহার করিনি। দু'এক জন ছাড়া মিনিস্ট্রিতেও লোকজন যে আমার বিরুদ্ধে তা কিন্তু কখনোই নয়।

২০০০ : গত দু'এক বছরে ভিকারুননিসায় ভর্তিজনিত অভিযোগও কিন্তু রয়েছে।...

হামিদা আলী : আমি আমার প্রতিষ্ঠানকে রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টাই সবসময় করেছি। হয়তো চাপ এসেছে, কখনো আমি কম্প্রোমাইজ করেছি। তবে এক্ষেত্রে মেধাটাকেও দেখেছি। কিন্তু বিগত সরকারের সময়ে ইকবাল সাহেবের সময় প্রায় এক-দেড়শ' ভর্তি করিয়েছেন। এটা আমি নিজেও পত্রপত্রিকায় বলেছি।

২০০০ : মেজর মান্নান এরকম ভর্তির জন্য চাপ দেননা?

হামিদা আলী : মান্নান সাহেব আসার পর থেকে খুবই কড়াকড়ি ভাবে এসব নিষিদ্ধ করেছেন । গেলো বার আমার তিন জন টিচারের মেয়েকেও সুযোগ দেয়া হয়নি। আর এ ব্যাপারটিতে আমি নিজেও বরাবরই খুব স্ট্রিক্ট।

২০০০ : এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। আপনি তো প্রচণ্ড কাজ-পাগল একজন মানুষ। এখন তো আপনার অবসর। এ সময়টা আপনি কীভাবে কাটাচ্ছেন?

হামিদা আলী : মাত্র তো দু'চারদিন হলো। প্রথম দু'দিন তো আসলে ঘোরের মধ্যেই কেটেছে। আমার মেয়েরা এসেছে, অভিভাবকরা এসেছেন। মেয়েরা এভাবে আমার জন্য কাঁদবে, এভাবে বিদায়টা আমি চাইনি।

২০০০ : আপনি এখনো কর্মক্ষম। এ মুহূর্তে কি করবেন ভাবছেন?

হামিদা আলী : এখনও সেভাবে কিছু ভাবছি না। তবে আমি হয়তো শিক্ষার সঙ্গেই জড়িত থাকবো, শিক্ষা জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবো একটুকু বলতে পারি। তাছাড়া আমার আর কোনো অবলম্বনও নেই।

২০০০ : সেটা কি ধরনের হতে পারে? এর মধ্যে কোনো অফার?

হামিদা আলী : অফার তো আছে। তবে এই মুহূর্তেই কিছু বলতে চাই না। আর বলার মতো সময় হয়নি।

২০০০ : ভিকারুননিসাকে আপনি সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে?

হামিদা আলী : আসলে সততা, নিষ্ঠা, কর্মস্পৃহা যদি থাকে তবে যে কোন কাজ ভালো হতে বাধ্য। একটা দৈনিকে দেখলাম যে, আমি নাকি ভিকারুননিসার সাফল্যের কৃতিত্ব একাই নিতে চাই এ ধরনের মন্তব্য করেছে একটি মহল। কিন্তু আমি নিজে সবসময় বলি এবং বিশ্বাস করি কোনো সাফল্যই একক কৃতিত্বের নয়। আমার ভূমিকা অনেক পরে, আগে মেয়েরা, অভিভাবকরা, শিক্ষকরা, তারপর হয়তো আমি।

২০০০ : অনেক সময় অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রফেশনাল জেলাসি কাজ করে, যদিও আপনার ক্ষেত্রে.....

হামিদা আলী : আমার প্রতিষ্ঠানের ৩৫০ জন শিক্ষকের সঙ্গেই আমার ভালো সম্পর্ক এবং আমি মনে করি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অটুট থাকবে। কারণ আমি সবসময় মনে করতাম আমরা সবাই একটা পরিবার। দেখা যেতো অনেকে অনেক পারিবারিক সমস্যার কথাও অকপটে আমার কাছে এসে বলতো। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতাম।

২০০০ : আপনি নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজটিকেও ১৮ বছরে নিজ হাতে গড়েছিলেন, কিন্তু চাকরি ছাড়লেন কেন? সরকারি চাকরি করে রাজনীতি করতে পারবেন না এরকম কিছু?

হামিদা আলী : না, তা নয়। আমি আসলে চাকরি ছেড়েছিলাম সরকারি চাকরি করবো না বলেই।

সরকার পক্ষ থেকে আমাকে অবশ্য অনেক অনুরোধ করা হয়। সেই সময়ে ডিজি ছিলেন আফম আবদুল করিম সাহেব। তিনি নিজে আমাকে অসংখ্যবার অনুরোধ করেছিলেন।

২০০০ : সরকারি চাকরির প্রতি আপনার অনীহার কারণ কি?

হামিদা আলী : আসলে সরকারি চাকরি করার মতো মনমানসিকতা আমার কখনোই ছিলো না। এখানে নানান বাধ্যবাধকতা, জটিলতা, যার কারণে আমার ইচ্ছা ছিলো না।স্বাধীন ভাবে কাজ করতে আমি পছন্দ করি।

২০০০ : আপনি কি বিএনপি'র রাজনীতির সঙ্গে এখনও জড়িত?

হামিদা আলী : আমি বিএনপিতে জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল ছিলাম। জিয়াউর রহমান মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে আমি আর সক্রিয়ভাবে থাকিনি। কারণ দেখলাম ভিকারুননিসাকে এখন আরো শক্তভাবে দাঁড় করাবার সময়। আর জিয়াউর রহমানের স্বপ্নও ছিলো শিক্ষার বিস্তার। আমি সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে গেলাম। বরাবরই আমি বিএনপি'র সঙ্গে ছিলাম, অথচ একটা মহল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছে যে, আমি হয়তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে গিয়ে একেবারে পচে গিয়েছি। ইকবালের যোগসাজশে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক ক্ষতি করেছি, দুর্নীতি করেছি।

২০০০ : অভিযোগটা কি রকম?

হামিদা আলী : আমি বিশ্ববিদ্যালয় করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছি, টাকা দিয়েছি ভিকারুননিসার ফান্ড

'একটা মহল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছে যে, আমি হয়তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে গিয়ে একেবারে পচে গিয়েছি। ইকবালের যোগসাজশে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক ক্ষতি করেছি, দুর্নীতি করেছি'

থেকে। এসব প্রতিটি বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে।এখানে সবকিছুই হয়েছে কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে। অথচ এককভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে কেবল আমাকে।

২০০০: কি পরিমান টাকা এবং জমি দিয়েছেন?

হামিদা আলী : ৬ কোটি টাকা এবং ১০ বিঘা জমি। তবে ওটা ভিকারুননিসারই একটি প্রকল্প। হামিদা আলী বা ডাঃ ইকবালের নয়।

২০০০ : এই টাকা আপনারা কীভাবে কালেক্ট করতেন?

হামিদা আলী : আমার মেয়েদের বেতনের,ভর্তির টাকা। নিজস্ব ফান্ড ছিলো। আমি হিসাব করে খরচ করতাম।

২০০০ : বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আরেকটি অভিযোগ শোনা যায় যে, আপনি এমন একটি প্রক্রিয়া তৈরি করেছিলেন যেখানে আপনাদের আজীবন ভিসি থাকার সুযোগ ছিলো?

হামিদা আলী : এটা আমার বিরোধিতা সত্বেও ইকবাল সাহেব করেছিলেন অন্যরা সায় দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টা ভিকারুননিসার প্রজেক্ট হিসেবে করা হয়েছিলো, একক ভিসি থাকতে আমি চাইনি। ইকবাল সাহেব পরবর্তীতে যদি চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে না আসতে পারেন কমিটিতে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষতি হতে পারে এটা ভেবেই সিস্টেমটা চালু করেছিলেন। কমিটির সিদ্ধান্তেই সব ডিসিশন নেয়া হয়। অথচ মন্ত্রণালয় আমাকে এককভাবে অভিযুক্ত করছে। এটার জন্য তো আমি দায়ী না।

২০০০ : সরকার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আপনার সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ করেছে? আপনার নাকি ঢাকায় ৩টি বাড়ি আছে?

হামিদা আলী : আসলে এটার উত্তর আমার কাছে নেই। কেননা আমাদের প্রত্যেক কাজে ইনকোয়ারি হয়েছে এবং হচ্ছে। ওনারা রেজুলেশন দেখেছেন অথচ কিভাবে আমাকে দায়ী করেন এটা আমার কাছে ক্লিয়ার না। মন্ত্রণালয় কিন্তু কোন প্রমাণ উল্লেখ করেনি। আমার স্বামী আমার জন্য একটি বাড়ি করেছেন। আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। আমি কার জন্য দূর্নীতি করবো।

২০০০ : তাহলে কারা আপনার সম্পর্কে এসব রটাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

হামিদা আলী : আমার কারো বিরুদ্ধেই এখন আর কোনো অভিযোগ নেই। আর যখন কেউ চলে যায় তখন একটা কর্নার তো থাকেই যারা এসব বলে বেড়ায়।

২০০০ : জনপ্রিয় শিক্ষকদের বিদায়ে প্রতিক্রিয়া হবে এটা স্বাভাবিক। আইডিয়াল স্কুলের ফায়জুর রহমান, শ্যামলী নাসনিন চৌধুরী তাদের বিদায়েও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে মাত্রাটা ছিলো খুব বেশি।

হামিদা আলী : এটা অনেকেরই ধারণা যে, আমি হয়তো আমার মেয়েদের বা শিক্ষক অভিভাবকদের দিয়ে এটা করিয়েছি। কিন্তু আসলে তা নয়। এক্ষেত্রে কোনো প্রোভোকেশন কাজ করেনি।

২০০০ : কিন্তু অনেকেরই ধারণা আপনার লোকদের দিয়ে করিয়েছেন। না হয় এত ভালবাসা কিভাবে অর্জন করলেন?

হামিদা আলী : আমার কোনো আলাদা লোকজন নেই। আমার একমাত্র মেয়ে মারা যাওয়ার পর ভিকারুননিসার মেয়েদেরই আমার মেয়ে করে নিয়েছিলাম। তারা আমাকে বঞ্চিত করেনি। ভালোবাসলে ভালোবাসা পাওয়া যায়।

২০০০ : আপনার পর কি ভিকারুননিসায় এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা থাকবে?

হামিদা আলী : আশা করি অবশ্যই থাকবে। ভিকারুননিসার সাফল্য আজীবন অটুট থাকুক এটাই আমি চাই। তাহলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবেনা।

২০০০ : আপনাকে যদি গভর্নিং বডি তাদের সঙ্গে থাকার অফার দেয়?

হামিদা আলী : আমার মনে হয় না এটা তারা করবে। এটা ভাবা অসম্ভব। কারণ তারাই তো আমাকে এক্সটেনশন দিয়েছিলেন। তা কাজে লাগাতে পারেননি, তাদের আর বলার কি থাকতে পারে।

২০০০ : আপনি কি ক্লাস নিতেন ভিকারুননিসায়?

হামিদা আলী : আমি সাহিত্যের টিচার ছিলাম। প্রথমদিকে কিছু ক্লাস নিতাম। পরে উন্নয়ন কর্মকান্ডে এতো বেশি জড়িয়ে পড়লাম যে, আর ক্লাস নেয়া সম্ভব হতো না।

২০০০ : তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আপনি শিক্ষকতার চেয়ে অর্গানাইজার হিসেবেই বেশি সফল।

হামিদা আলী : সেটা আমিও মেনেই।...

২০০০:আপনাদের ধানমন্ডি ব্রাঞ্চের কি অবস্থা?

হামিদা আলী : সেটাও ভালো রান করছে।নিজস্ব ভবনে এখনো স্থানান্তরীত হয়নি। সরকার থেকে জমি পাবার কথা, হয়তো পেয়ে যাবে।

২০০০ : আর ইউনিভার্সিটি?

হামিদা আলী : ইউনিভার্সিটি তো মাত্র ৩ সেমিস্টারে ভর্তি হয়েছে মেয়েরা। সাবজেক্ট রয়েছে চারটা। তবে এর ভবিষ্যৎ ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের কাজ স্থগিত আছে।

২০০০ : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কারা?

হামিদা আলী : বেশিরভাগই পার্ট টাইম বেসিস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়ান। ফুল টাইমও আছে।

২০০০ : কোন্ স্বপ্ন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় করেছিলেন?

হামিদা আলী : যে ছোট্ট মেয়েটি একদিন মায়ের হাত ধরে এসেছে ভিকারুননিসায়, সেই একদিন পরিপূর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবে। অনেকটা শুরু থেকে শেষ এমন চিন্তা থেকেই এর জন্ম।

অনুলিখন : **জব্বার হোসেন**

ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**

‘আমার একমাত্র মেয়ে মারা যাওয়ার পর ভিকারুননিসার মেয়েদেরই আমার মেয়ে করে নিয়েছিলাম। তারা আমাকে বঞ্চিত করেনি। ভালোবাসলে ভালোবাসা পাওয়া যায়’